দৈনিক বাংলা

তারিখ ...১৪/৮/৭৯
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম... ১ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ পুরাতন সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর এ অভিযোগ আরো বেড়েছে। দুর্নীতি ঢুকেছে এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এ দুর্নীতি প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে।

এর প্রথম সমস্যা হচ্ছে প্রশাসন নিয়ে। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশাসনের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। এই অভিযোগের প্রশ্নও উঠেছে ভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। প্রাথমিক শিক্ষকেরা সরকারী কর্মচারী। গ্রামীণ পরিবেশে তাদের চাকরি যেমন মর্যাদার তেমন লাভজনকও বটে। নিজের এলাকায় থেকে নিয়মিত অর্থোপার্জনের এমনি নিশ্চয়তা এ মুহূর্তে দেশের আর কোন পেশায় হয়ত নেই।

আর এ সুযোগটুকুই জন্ম দিয়েছে এ ধরনের দুর্নীতি। প্রাথমিক শিক্ষকেরা নিজের এলাকায় থাকতে চান। বদলী হলে তাদের নানা ক্ষতি আর এই সুযোগ নিয়ে তাদের উপরওয়ালারা দু পয়সা কামাই করতে চায়। এ ধরনের একটি অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে গতকাল পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় থানার শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে।

আমরা জনশিক্ষা দফতর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে পুংখানুপুংখ তদন্ত করতে অনুরোধ জানাবো। আমরা মনে করি শুধুমাত্র রামগড়ের ব্যাপারটি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই প্রার্থিত ফল পাওয়া যাবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এই অতি পুরাতন সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিযুক্তি, বেতন প্রদান, বদলী, সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা বা প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরবরাহ সহ প্রতিটি ব্যাপারকেই বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। এবং একটি বাস্তবানুগ সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। নইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এই কোটি কোটি টাকা ব্যয় বিশেষ কোন কাজে আসবে না।